"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

প্রভোস্ট -এর কার্যালয়
বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা -১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮-০২) ৯৫৩৩২৬২

স্মারক নং জবি/বফমহ/২০২২/

তারিখ: ১০/০৯/২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের "বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল" এর আবাসিকতা লাভের জন্য ছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সিট বরাদ্দের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। হলে সিট প্রাপ্ত ছাত্রীদের নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আগামী **১৯/০৯/২০২৩ হতে ২৫/০৯/২০২৩** ইং তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সেকশন অফিসার (গ্রেড-১) এর নিকট জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১) Student Portal এ লগইন করে আবেদন ফর্মের ডাউনলোডকৃত কপি।
২) নগদ অথবা রকেটের মাধ্যমে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা পরিশোধকৃত জমা রশিদ।
৩) হলে বসবাসের শর্তাবলী ডাউনলোড করে অভিভাবক ও ছাত্রীর স্বাক্ষরিত কপি।
৪) অঙ্গিকারনামা ডাউনলোড করে অভিভাবক ও ছাত্রীর স্বাক্ষরিত কপি।
৫) সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট, এক কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি।

10/9/23

অধ্যাপক ড. দীপিকা রাণী সরকার
প্রভোস্ট
বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অঙ্গীকারনামা

আমি.......................................বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ছাত্রী। আমি হলে থাকাকালীন সময় নিম্নবর্ণিত মূল্যবান সামগ্রী নিজ দায়িত্বে হলে রাখিব। সে সব সামগ্রী চুরি হলে বা কোন রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে, হল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকরেন না।

মূল্যবান সামগ্রীর তালিকাঃ

১। অলংকারাদি (সোনা, রূপা, মূল্যবান রত্ন সমূহ)

২। মোবাইল ফোন

৩। কম্পিউটার/ ল্যাপটপ

৪। অত্যন্ত দামী পোষাক

৫। অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী

ছাত্রীর নাম ও স্বাক্ষর

বিষয়ঃ

শ্রেণি রোল নংঃ

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ

আই.ডি.কার্ড নং (NID):

কক্ষ নংঃ

আবাসিক নংঃ

অভিভাবকের স্বাক্ষর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে আবাসিকতা লাভ ও বসবাসের শর্তাবলী

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে আবাসিকতা পেতে চাইলে প্রভোস্টের কাছে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

২। হলে আবাসিকতা লাভের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি, আসন/সিট ভাড়া, আহার, কক্ষ ফি, অন্যান্য ফি জমা প্রদান করতে হবে।

৩। হলে আবাসিকতা লাভের সময় সংশ্লিষ্ট ছাত্রী জামানত হিসেবে ৫০০/- (পাচ শত) টাকা জমা রাখবেন, যা হল অফিস হতে প্রদত্ত দেনা-পাওনা সংক্রান্ত প্রত্যায়নপত্র জমাদান সাপেক্ষে ফেরত যোগ্য।

৪। হলে ভর্তি হওয়ার পর প্রভোস্ট ছাত্রীদের একজন আবাসিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দিবেন। ছাত্রীরা যথাসময়ে আবাসিক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাদের নাম, শ্রেণি, ভর্তির তারিখ, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদি হল রেজিস্টারে নিবন্ধীকৃত করে নিবেন।

৫। হলে বসবাসরত ছাত্রীকে রাত ০৯ টার মধ্যে হলে ফিরে আসতে হবে এবং ভোর ০৭ টার আগে আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া আবাসিক হল ত্যাগ করতে পারবে না। আবাসিক ছাত্রীদের হলে প্রত্যাবর্তন এবং হল হতে বাহির হওয়ার সময়/তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে। হলের প্রধান ফটক বন্ধ হবার পর আগত ছাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের সময় লিপিবদ্ধ করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে একটি রেজিস্টার খাতা হলের সমস্ত আবাসিক ভবনে আবাসিক শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। যে সকল ছাত্রী ফটক বন্ধ হবার পর হলে ফিরে আসবে তারা গেটে সংরক্ষিত রেজিস্টার খাতায় তাদের নাম, ফেরার সময় এবং তারা যে জায়গায় গিয়েছিল সে জায়গার নামসহ বিলম্বে ফেরার কারণ লিপিবদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের অসত্য তথ্য প্রদান করা যাবে না। আবাসিক শিক্ষক প্রদত্ত তথ্য সন্তোষজনক বিবেচনা না করলে ছাত্রীকে ডেকে কৈফিয়ত চাইতে পারবেন। দেরিতে প্রত্যাবর্তন নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাপারটি আবাসিক শিক্ষক প্রভোস্টের সামনে উপস্থাপন করবেন।

৬। নিরাপত্তার স্বার্থে হলের বিভিন্ন অংশ সিসি টিভি এর আওতায় থাকবে। ছাত্রীদের হাতে বহনকৃত ব্যাগ ও অন্যান্য মালামাল ডিজিটাল স্ক্যানার মেশিন দ্বারা স্ক্যান করার পর হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।

৭। আবাসিক ছাত্রীদেরকে প্রতি সেশনের শুরুতে প্রথম সপ্তাহের মধ্যে হলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকাকালে হলে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। ছুটির প্রতিটি আবেদন কিংবা পূর্বে অনুমোদিত ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন ছুটি শেষে কিংবা মূল ছুটি অতিক্রান্ত হবার অন্তত একদিন আগে আবাসিক শিক্ষকের কাছে অবশ্যই পৌছাতে হবে। অসুস্থতার কারণে ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদনের সঙ্গে একজন চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র এবং পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবকের চিঠি থাকতে হবে।

৮। ছাত্রীদের নিজ নিজ কক্ষ সুবিন্যস্ত এবং পরিস্কার রাখতে হবে।

৯। হলের বারান্দায় সাইকেল চালানো যাবে না এবং করিডোরে/বারান্দায় কিছু রাখা যাবে না।

১০। হলের নিজ কক্ষে কোন পোষ্য প্রাণী, পাখি বা প্রাণঘাতী অস্ত্র রাখতে পারবে না।

১১। হলে ছাত্রীদের বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র নিজের কক্ষে বা হেফাজতে রাখতে পারবে না।

১২। গেষ্টরুম ব্যতিত হলের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি/অভিভাবক প্রবেশ করতে পারবে না।

১৩। মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে হলে বরাদ্দকৃত সিট বাতিল করা হবে।

১৪। কক্ষবন্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন থাকবে।

১৫। ছাত্রীদের মধ্যে সিট বন্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল কর্তৃপক্ষ তথা প্রভোস্টের আওতাধীন থাকবে।

১৬। প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া কোন ছাত্রী হলে উৎসব/আপ্যায়নের (পার্টি/এন্টারটেইনমেন্ট) আয়োজন করতে পারবে না। হলে/কক্ষে অন্য কোন ছাত্রীর লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এমন চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা যাবে না।

১৭। আন্তঃহল অনুষ্ঠান কিংবা সভা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রভোস্টের (লিখিত) পূর্বানুমতি সাপেক্ষেই করতে পারবেন।

১৮। হলের অনুষ্ঠান এবং সভার কর্মসূচি অনুমোদন এবং কি কি শর্তে এ ধরনের অনুষ্ঠান ও সভা করা যাবে তা নির্ধারণের এখতিয়ার প্রভোস্টের থাকবে। আন্তঃহল অনুষ্ঠান ও সভার কর্মসূচী প্রভোস্ট অনুমোদন করবেন।

১৯। প্রভোস্ট আহারের সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং আবাসিক শিক্ষকদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এমন কিছু নির্দেশনা প্রদান করবেন, যা আহারকক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য হিতকর বিবেচিত হয়। প্রভোস্ট কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ছাত্রীরা আহারকক্ষে তাদের আহার পর্ব সম্পন্ন করবেন। আহার কক্ষে এবং ক্যান্টিনে ছাত্রীরা শিষ্ট আচরণ করবেন। আহার কক্ষের কোন আসবাবপত্র/তৈজসপত্র হলের বাহিরে নেওয়া যাবে না। ছাত্রীরা আহার কক্ষে বা ক্যান্টিনের তৈজসপত্র ইচ্ছে করে নষ্ট করলে নষ্টকৃত দ্রব্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ তাকে হলে জমা দিতে হবে। আহার কক্ষ এবং ক্যান্টিন সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে হল প্রভোস্টকে জানাতে হবে।

২০। আহারকক্ষের কর্মচারীদের উপর কোন ছাত্রী আক্রমণ, অশালীন আচরণ বা দৈহিক নির্যাতন করতে পারবে না। কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে ছাত্রীরা তা হল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে পেশ করবেন।

২১। আবাসিক শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে আবাসিক ছাত্রীদের উপস্থিতি নেয়া হবে এবং সে সময় ছাত্রীদের নিজ নিজ কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে। উপস্থিতি নেয়ার সময় অনুপস্থিত ছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষকের পূর্বানুমতি না নিয়ে থাকলে তিনি এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন ।

২২। আবাসিক হলের অভ্যন্তরে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কোন ছাত্রী অপর কোন ছাত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আনলে, প্রভোস্ট কর্তৃক আবাসিক/সহকারী আবাসিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি তা তদন্ত করে দেখবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিযুক্ত ছাত্রীর কাছ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অভিভাবক ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হবে।

২৩। হলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাধারণ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফ্লোরে একজন আবাসিক শিক্ষক অবস্থান করবেন।

২৪। প্রভোস্ট হলসমূহের ভিতরে প্রতিটি ছাত্রীর সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শোভন আচার-আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২৫। প্রভোস্ট হল পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি গঠন করতে পারবেন।

২৬। আবাসিক ছাত্রী রাষ্ট্র/সমাজ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারবে না। কোন ছাত্রী হলের ভিতরে রড/লাঠি-সোটা/অস্ত্র/আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ/অবস্থান করতে পারবে না। কোন ছাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হলের সম্পদের ধ্বংসসাধন করে ও কোন ছাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন পার্কিং নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন না করে এবং হলে অবস্থানরত কোন ছাত্রীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উৎথাপিত হলে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে অভ্যন্তরে শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অশালীন আচরণের জন্য উক্ত ছাত্রীকে শাস্তি/জরিমানা করবার ক্ষমতা প্রভোস্টের থাকবে।

২৭। যদি প্রভোস্ট অভিযুক্তদের অধিকতর শাস্তিযোগ্য বলে মনে করে থাকে তবে অতিরিক্ত শাস্তির জন্য তদন্ত সাপেক্ষে প্রভোস্ট শৃঙ্খলাবোর্ডের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। শৃঙ্খলা বোর্ড প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অন্যান্য যে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২৮। বিশেষ প্রয়োজনে ছাত্রীর অনুপস্থিতিতে হল প্রভোস্ট আবাসিক শিক্ষক ও প্রক্টরের অথবা সহকারী প্রক্টরের উপস্থিতিতে ছাত্রীর কক্ষে প্রবেশ বা প্রয়োজনে তালা ভাঙ্গতে পারবেন।

২৯। শাস্তি : (ক) সতর্কীকরণ (লিখিত মুচলেকা গ্রহণ সাপেক্ষে);
(খ) হলের বরাদ্দকৃত সিট বাতিল বা অর্থ দণ্ড সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা বা উভয়বিধ দণ্ড।

৩০। এই বিধিমালার সাথে অসংলগ্ন অথবা অনুল্লিখিত বা অসম্পূর্ণ কোন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলর এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার কন্যা/রক্ষনাধীনা হলে অবস্থানকালে উপরোক্ত নিয়মাবলী মানিয়া চলার ব্যাপারে আপনাদের সহিত সর্বাত্মক সহযোগিতা দেব।

অভিভাবকের স্বাক্ষর

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, হলে থাকাকালীন অবস্থায় হলের উপরোক্ত নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

ছাত্রীর স্বাক্ষর